ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহের সুরক্ষায় নিবেদিত

ব্রাত্যজন একটি বাংলা শব্দ যা দিয়ে সমাজের মূলস্রোতের বাইরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সামাজিকভাবে বাদ-পড়া মানুষদের বোঝায়। আভিধানিক অর্থে ব্রাত্য মানে ভক্ত এবং জন মানে মানুষ। প্রাচীনকাল বা বৈদিক যুগ থেকে ব্রাত্য শব্দটি দিয়ে বোঝায় ধর্মপ্রাণ, সৎ, সরল ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের সাথে মিশলে আমরা দেখতে পাই যে তারা সহজ-সরল, সৎ, ধার্মিক, দক্ষ কারিগর এবং শান্তিপ্রিয়। এসব অনগ্রসর জনগোষ্ঠী সাধারণত অন্যদের চেয়ে বেশি দরিদ্র। তারা সরলতা, সততা, বিনয়, ধর্মীয় ও জাতি পরিচয়, পেশা এবং সংখ্যালঘু হবার কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অমর্যাদার শিকার হন। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে তারা 'অপর' হিসেবে বিবেচিত যা তাদেরকে আরও প্রান্তিক করে ও বর্তমান অবস্থা থেকে বের হওয়া তাদের জন্য আরও কঠিন করে তোলে।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
সহযোগী প্রতিষ্ঠান: পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)
উন্নয়ন সহযোগী: কারিতাস ফ্রান্স ও মিজেরিওর (জার্মানি)।

SEHD Society for Environment and Human Development

MISEREOR IHR HILFSWERK

Secours Catholique Caritas France

PPRC Power and Participation Research Centre

বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ আদিকাল থেকেই এখানে আছে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এসব মানুষ তাদের জাতি পরিচয়, পেশা, সংস্কৃতি, বর্ণাশ্রম, ভৌগোলিক অবস্থান এবং আরও নানা কারণে সমাজের মূল স্রোত থেকে ছিটকে পড়েন। তাদের অনেকেই দেশের প্রান্ত বা সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে বাস করেন এবং ব্যাপকভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হন।

দারিদ্র্য মোকাবেলায় বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়—২০১৮-২০১৯ সালে দারিদ্র্যের হার সাড়ে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে এবং একই সময়কালে অতি দারিদ্র্যের হার সাড়ে ১০ শতাংশে নেমেছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৮-১৯)। কিন্তু এখনও আমাদের দেশের মানুষের একটি বড় অংশ দরিদ্র ও হতদরিদ্র (প্রায় ৪ কোটি মানুষ)। করোনা মহামারির কারণে দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার আবার কিছুটা বেড়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তাই রাষ্ট্র এবং উন্নয়ন কর্মীদের জন্য দারিদ্র্য মোকাবেলা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্যের এই হার এবং মানুষের এই প্রান্তিকীকরণ এক বহুমাত্রিক বাস্তবতা যা নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্নতার সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশাগত সম্প্রদায় আছে যারা বর্ণাশ্রমের শিকার। চা শ্রমিক এবং তাদের জাতিগোষ্ঠীসমূহ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসী, বেদে, ঋষি, হরিজন, যৌনকর্মী, হিজড়া, কায়পুত্র বা কাওরা (খোলা মাঠে শূকর চরানো যাদের পেশা) এবং জলদাস (কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মৎসজীবী জনগোষ্ঠী) এদের মধ্যে অন্যতম। এসব গোষ্ঠীর বেশিরভাগই সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কারণ তারা দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের আইনগত অধিকার সমানভাবে ভোগ করতে পারেন না।

এসব মানুষ তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। যেমন, স্বাভাবিক জীবন ধারণ, আবাসন, শিক্ষা, চাকরি বা আয়ের পথ সুনিশ্চিত করা, ঋণ পাওয়া, সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরিকত্ব এবং আইনের চোখে সমান অধিকার ভোগ, গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া এবং মানুষ হিসেবে সমাজে সম্মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থাকেন।

আমাদের দেশে দরিদ্র এবং হতদরিদ্রের সংখ্যা এখনো অনেক হওয়ায় দারিদ্র্য মোকাবেলায় বহুমুখী পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা খুব জরুরি। দরিদ্র এবং হতদরিদ্রদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না তাদেরকে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী তৃতীয় পক্ষ বা তৃতীয় স্তর বলা যেতে পারে। দারিদ্র্যের এই তৃতীয় স্তরে অবস্থান করেন প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ। এসব মানুষ নানা অন্যায়-আচরণের শিকার হন এবং মৌলিক অধিকার ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এসব নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের হতে সহায়ক। ফলে তারা উন্নয়নের দৌড়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েন।

এই তৃতীয় স্তরের মানুষদের নিয়ে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) গত প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সেড ও পিপিআরসি এসব পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশনের সহায়তায় প্রায় সাড়ে সাত বছর তাদের উপর বিস্তারিত ও নিবিড় গবেষণা করেছে।

প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্যের এই তৃতীয় স্তর এবং সমাজের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া মানুষদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সেড ও পিপিআরসি ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইকো-কোঅপারেশন, মিজেরিওর এবং আরো বেশ কিছু উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়িত অতীতের প্রকল্পগুলো থেকে প্রাপ্ত গবেষণা ফলাফল কাজে লাগিয়ে এই মানুষদের সমস্যা মোকাবেলার জন্য সেড, পিপিআরসি এবং তাদের অংশীদাররা বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোতে এই সংস্থাগুলোর পরিচালিত গবেষণা ফলাফল এবং নানা পরামর্শ ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে এই গোষ্ঠীসমূহকে পরিসংখ্যানগতভাবে দৃশ্যমান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডার ও জ্ঞানসম্পদই হতে পারে এসব সমস্যা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার প্রথম ধাপ।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের সূচনা হচ্ছে, "প্রোমোটিং হিউম্যান রাইটস অব মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন বাংলাদেশ থ্রু ব্রাত্যজন রিসোস সেন্টার" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে। এ প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং পরিবেশের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ কারিতাস ফ্রান্স ও মিজেরিওর (জার্মানি)।

প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহকে সেবা দেয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি শতশত প্রতিষ্ঠান কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু এসব গোষ্ঠীর ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অভাবে এদের অনেকেই অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে। সেড ও পিপিআরসির নেতৃত্বে এসব গোষ্ঠী ও তাদের অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন এবং জীবন দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে চলবে এ রিসোর্স সেন্টার। এই সেন্টারের কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া গোষ্ঠীসমূহের সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখা এবং এদেরকে দেশের সমান ও মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে একযোগে কাজ করা।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের চূড়ান্ত উপকারভোগী

ক) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসী: হালনাগাদ সরকারি তালিকা অনুসারে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংখ্যা ৫০ (২৩ মার্চ ২০১৯ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুসারে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০-এ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর হালনাগাদ তালিকা)। এসব জাতিসত্তার ১১টির বাস পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বাকী ২৯টির বাস সমতলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহ হলো: চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, লুসাই, বম, পাংখো বা পাংখোয়া,ম্রো, খুমি, চাক, খিয়াং এবং তঞ্চঙ্গ্যা। সরকারি তালিকা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ হলো: বর্মণ, ডালু, গারো, হাজং, খাসি, কোচ, কোল, মণিপুরি, মুন্ডা, ওঁরাও, পাহাড়ি বা মালপাহাড়ি, রাখাইন, সাঁওতাল, বাগদী বা বাকতি, বানাই, বড়াইক বা বাড়াইক, ভূঁইমালি, খারিয়া বা খাড়িয়া, ভূমিজ, গঞ্জু, গড়াইত, হুদি, কন্দ, কোড়া, লোহার, মাহালী বা মাহলে, মাহাতো বা কুর্মি মাহাতো বা বেদিয়া মাহাতো, মালো বা ঘাসিমালো, মুসহর, পাত্র, রাজোয়াড়, শবর, তেলী, তুরি, গুর্খা, বেদিয়া, হো, ভিল এবং খারওয়ার বা খেড়োয়ার। ব্যাপক খোঁজখবর ও মানচিত্রায়ণের কাজ করে সেড এসব অঞ্চলে আরো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খোঁজ পেয়েছে যারা সর্বশেষ সরকারি তালিকায় নেই। বাদ পড়া এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হলো: ভূঁইয়া, বিন্দুমণ্ডল, বুনো, চৌহান, ঘাটুয়াল বা ঘাটুয়ার, হাজরা, হাড়ি, কাদর, কৈরী, কালোয়ার, কর্মকার, কোডা, মোদক, নুনিয়া, পাল (এরা কুমার নামেও পরিচিত), রাজভর, রাজবংশী, রবিদাস এবং তাঁতি। এছাড়াও আরো একটি গোষ্ঠী পাওয়া গেছে যারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। ধারণা করা হয় দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ৯টি জেলায় বসবাসকারী ক্ষত্রিয় ১৪২,০৯৮ পরিবারের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কোচ। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চা বাগানের বাইরে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের বসবাস মূলত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা, উত্তর-মধ্যাঞ্চলের সাতটি জেলা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুইটি জেলায়। সরকারি হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের অনুমিত সংখ্যা বিশ লাখেরও কম। কিন্তু সেড-এর হিসাবে তাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লাখের মতো।

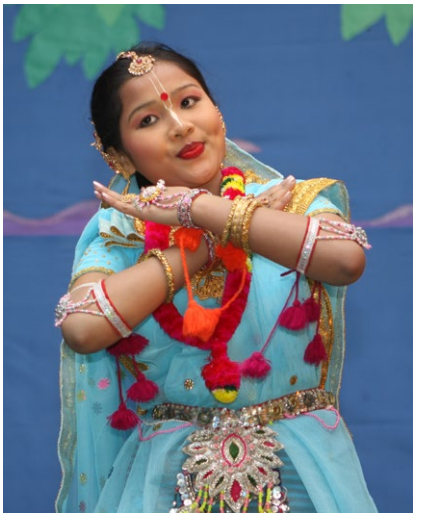

খ) চা জনগোষ্ঠী: বাংলাদেশে চা বাগানের সংখ্যা ১৫৮ (পঞ্চগড় জেলার চা বাগানসমূহ বাদে)। সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে এসব বাগানে কর্মরত ১৩৮,৩৬৬ জন শ্রমিক ও তাদের পাঁচ লাখের মতো মানুষের (পরিবারের সদস্যসহ) অধিকাংশ অবাঙালি। ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো তাদের পূর্বপুরুষদেরকে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য জায়গা থেকে সিলেট বিভাগের চা বাগানগুলোতে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে নিয়ে এসেছিল। চা বাগানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর থেকেই তাদের দুর্দশার শুরু। বঞ্চিত, শোষিত এবং মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন এসব চা শ্রমিক নানা নিগ্রহের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন।

তাদের পেশা (চা শ্রমিক হিসেবে কাজ) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের থেকে বিচ্ছিন্নতা তাদেরকে যে অভিন্ন পরিচয় দিয়েছে তা হলো 'চা শ্রমিক'। ব্রিটিশ শাসনামল ও পরবর্তী সময়ে তারা 'কুলি' বলেও পরিচিত ছিলেন। এর অর্থ দাঁড়ায় তারা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং অচ্ছুত। কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা নানা জাতিসত্তা ও বর্ণপরিচয়ের মানুষ। সেড ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৫৬টি চা বাগানে জরিপ চালিয়ে ৮০টি জাতিসত্তা ও গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছে। এসব জাতিগোষ্ঠীর নামের জন্য সারণি-১ দেখুন।

এসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ১৩ এবং তাদের রয়েছে বৈচিত্রময় সংস্কৃতি। চা বাগানে প্রচলিত ভাষাসমূহ হলো: সাঁওতালি, মুন্ডা, গারো বা মান্দি, রাজবংশী, ওঁরাও বা কুঁড়ুখ, মাহালি, সাদরি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, মাদ্রাজি, ভোজপুরী, নেপালী, সাওরা বা সৌরা, জংলী এবং খাসি।

গ) হরিজন: হরিজন একটি পেশাজীবী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এরা ঐতিহ্যগতভাবে 'সুইপার' হিসেবে পরিচিত এবং এদের অনেকে নিজেদের 'দলিত' বা সামাজিকভাবে বাদ-পড়া মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন। 'দলিত' শব্দটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ প্রথা অনুসারে চারটি শ্রেণির বাইরে অর্থাৎ শুদ্রেরও নীচে যারা অবস্থান করেন তাদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ দলিতরা হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুসারে পঞ্চম বর্ণের মানুষ। এমনকি শুদ্রদের কাছেও এরা অচ্ছুত। এরা সমাজে অত্যন্ত অবহেলিত

এবং সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত। হরিজন জনগোষ্ঠীর মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা বাদে বাংলাদেশের সকল জেলার সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করেন। চা শ্রমিকদের ন্যায় হরিজনদেরকেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতের উড়িষ্যা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় এবং ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার কাজে লাগানো হয়। গত ২০০ বছরের অধিক সময় ধরে এ কাজই তাদের প্রধান পেশা। বাংলাদেশে এদের অনুমিত সংখ্যা এক লাখের মতো। পেশাগত কারণে হরিজনরা বাংলাদেশের সব থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর একটি যারা নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় নিমজ্জিত।

ঘ) বেদেঃ বেদে বাংলাদেশের একটি মুসলিম যাযাবর বা ভাসমান জনগোষ্ঠী। এরা বছরে দশ থেকে এগারো মাস জীবিকার তাগিদে দেশব্যাপী ঘুরে বেড়ান এবং এক থেকে দুই মাস দেশের প্রায় ৭৫টি স্থানে নিজেদের পরিবার-পরিজন ও সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য মিলিত হন। বাংলাদেশে এদের অনুমিত জনসংখ্যা তিন থেকে পাঁচ লাখের মতো। প্রায় ৫,০০০ বেদে বহর (দল) দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় বলে এরা দাবি করেন। বেদেরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং এদের মধ্যে সাক্ষরতার হার খুবই কম। এদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ ভূমিহীন এবং অনেকে সরকারি খাস জমিতে বসবাস করেন। এরা সরকারি স্বাস্থ্যসেবা, খাস জমি ব্যবহার, সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় থাকা নানা সুবিধাসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ খুব কমই পান।

ঙ) যৌনকর্মী ও হিজড়াঃ যৌনকর্মীরা বাংলাদেশের সামাজিকভাবে সব থেকে বাদ-পড়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং এরা সকল সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, যশোর, বাগেরহাট এবং পটুয়াখালী জেলার ১১টি যৌনপল্লীতে কাজ করছেন ৩,৭২১ জন নারী যৌনকর্মী (২০১৮ সালের হিসাব, সেড জরিপ)। তবে সরকারি হিসাবে দেশে মোট নারী যৌনকর্মীর সংখ্যা আরো

অনেক বেশি—৯৩,০০০ [স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জরিপ, সেভ দ্য চিলড্রেন এবং এইচআইভি এইডস-এর উপর যৌথ জাতিসংঘ কর্মসূচি (ইউএনএইডস)'র জরিপ, ২০১৬)]। এ জরিপের তথ্যানুসারে, এসব নারী যৌনকর্মীর মধ্যে ৩৬,৫৯৩ জন রাস্তায়, ৩৬,৫৩৯ জন বাসা-বাড়ীতে এবং ১৫,৯৬০ জন হোটেলে কাজ করেন। নারী যৌনকর্মী ছাড়াও ১১৯,৮৬৯ জনের মতো এমএসএম (যেসব পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে যৌনকর্ম করে) এবং ১০,০০০ জনের মতো হিজড়াও আছে। হিজড়াদের একটি বড় অংশ (৭৭.৭ শতাংশ) নিজেদেরকে যৌনকর্মী হিসেবে পরিচয় দেয় বলে এই জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সালে সেড-এর জরিপে দেখা যায়, ৭৩.৩৩ শতাংশ যৌনকর্মী হয় বিক্রি হয়ে নতুবা দালালচক্রের খপ্পড়ে পড়ে, ২৪.৪৪ শতাংশ স্বেচ্ছায় এবং ২.২২ শতাংশ যৌনপল্লীতে জন্ম নিয়ে যৌনকর্ম পেশায় এসেছেন ।

চ) কায়পুত্রঃ যারা শূকর চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা কায়পুত্র বা কাওরা নামে পরিচিত। এ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সমাজে অচ্ছুত হিসেবে বিবেচিত কারণ তারা শূকর চরান যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে একটি 'নোংরা' বা 'হারাম' প্রাণী। সমাজের একটি বড় অংশের কাছে এরা 'অস্পৃশ্য' হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে এদের সংখ্যা বারো হাজারের মতো। হিন্দু ধর্মাবলম্বী কায়পুত্রদের বসবাস মূলত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর, সাতক্ষীরা এবং খুলনা জেলায়। ২০১৭-২০১৮ সালে সেড কায়পুত্রদের উপর একটি বিশদ জরিপ পরিচালনা করেছে। এ জরিপের তথ্যানুসারে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তিনটি জেলার অন্তত ৭০টি গ্রামে কায়পুত্ররা বসবাস করেন। এসব গ্রামের মধ্যে ৪১টি গ্রামে বসবাসকারী কায়পুত্ররা এখনো তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশার (খোলা মাঠে শূকর চরানো) সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাকী ২৯টি গ্রামের কায়পুত্ররা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পেশা পরিবর্তন করেছেন এবং এসব গ্রাম এখন জেলেগ্রামে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেশীরা কায়পুত্রদের অবজ্ঞার চোখে দেখে বলে তারা নিজেদের কায়পুত্র পরিচয় গোপন করেন।

ছ) জলদাস: জলদাসরা পেশাগতভাবে প্রান্তিক একটি জনগোষ্ঠী এবং তারা সামাজিক বৈষম্যের শিকার। এ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বংশপরম্পরায় মৎসজীবী। তবে অন্য জেলেদের সাথে এদের তফাত হলো এরা প্রধানত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরেন। জলদাস জনগোষ্ঠীরই একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক অধ্যাপক ড. হরিশংকর জলদাসের দেয়া তথ্যানুসারে, কক্সবাজার জেলার দক্ষিণে টেকনাফ থেকে চট্টগ্রাম জেলার উত্তরে মিরসরাই পর্যন্ত উপকূল বরাবর অন্তত ৬০টি স্থানে জলদাস সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় লাখ মানুষের বসবাস। এছাড়াও দ্বীপ এলাকা মহেশখালী, কুতুবদিয়া এবং সন্দ্বীপে জলদাস পরিবারের বসবাস আছে। জলদাসদের জীবন ও জীবিকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত। জলদাসরা হিন্দু ধর্মের অনুসারী এবং এদেরকে সমাজের সবচেয়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। এরা সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাই জলদাসদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম। এদের মধ্যে ঋণ নেয়ার প্রবণতা এবং ভূমিহীনতা বেশি।

জ) ঋষি: বঙ্গের ঋষি জনগোষ্ঠী বংশপরম্পরায় চর্মকার, চামড়া শ্রমিক এবং বাদক হিসেবে পরিচিত। এ জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস মূলত ভারতের উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং বিহার রাজ্যে। ভারতের হিন্দু সমাজে 'দলিত' বা শোষিত জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এরা একটি। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ঋষি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। তার মধ্যে যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এবং খুলনা জেলায় এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ঋষিদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন পরিত্রাণ-এর দাবি, শুধুমাত্র খুলনা বিভাগে ঋষিদের সংখ্যা প্রায় চার লাখ। সেড এবং পরিত্রাণ-এর সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে পিপিআরসি ২০১৭-২০১৮ সালে ঋষি অধ্যুষিত ৫৩টি পাড়া বা গ্রামে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় এসব পাড়া বা গ্রামে ৯,০৮৮টি পরিবারে ৫১,৭৪৫ জন ঋষি পাওয়া গেছে।

ঝ) বিহারিঃ উর্দুভাষী বিহারি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের ১৩টি জেলার ৭০টি ক্যাম্পে বসবাস করে। এসব ক্যাম্পের একটি বড় অংশ রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশে বসবাসকারী অধিকাংশ বিহারির আদি নিবাস ভারতের বিহার রাজ্য। মুসলিম ধর্মাবলম্বী বিহারিরা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) চলে আসে। তবে তাদের কিছু অংশ এখনও ভারত ও পাকিস্তানে বসবাস করছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বিহারিরা পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধের পর তাদের একটি অংশ পাকিস্তানে চলে যায়, বাকীরা বাংলাদেশে আটকে পড়ে। ২০০৮ সালের ১৯ মে হাইকোর্ট এক রায়ে ১৫০,০০০ বিহারি শরণার্থীকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। এরা ১৯৭১ সালে নাবালক ছিল অথবা পরবর্তীতে জন্ম নেয়। তবে নাগরিকত্ব পেলেও এরা স্থায়ী ঠিকানা ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধাবিহীন অবস্থায় ক্যাম্পগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এরা প্রতিনিয়ত তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে বিহারিদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। একটি সূত্রের তথ্যমতে, ক্যাম্পে বসবাসকারী বিহারিদের অনুমিত সংখ্যা ৩০০,০০০-এর মতো (২০১৭)। সেড-এর সহযোগিতায় পিপিআরসি দেশের ১৩টি জেলার ৩০টি সুপরিচিত বিহারি ক্যাম্প ও বসতিতে গবেষণা চালিয়েছে। গবেষণায় ৩০টি ক্যাম্পে মোট ২৬৫,৫৩১ জন বিহারি পাওয়া গেছে। বিহারি ক্যাম্পগুলোতে নিরক্ষতার হার খুব বেশি, পয়ঃনিষ্কাষণ খুব নিম্নমানের, অধিকাংশ মানুষ ভূমিহীন এবং ঋণে জর্জরিত। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতেও তাদের সুযোগ কম।

‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।’

‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।’

‘রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’

—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

ঞ) অন্যান্য বাদ-পড়া ও বিশেষ গোষ্ঠী: মুসলমানদের মধ্যে আরো কিছু ছোট ছোট গোষ্ঠী আছে যাদেরকে অচ্ছুত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব গোষ্ঠী হলো: তেলি, নাপিত, ধোপা, তাঁতী (উর্দুভাষী পাকিস্তানি যারা কাপড় বুননের সাথে জড়িত), দর্জি, হাজাম, মাঝি বা খোট্টা, বেহারা বা পাল্কি বাহক, কসাই ইত্যাদি। এদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী যেমন তেলি, নাপিত এবং তাঁতীর মধ্যে কিছু হিন্দুও আছে।

বাংলাদেশের বাদ পড়া এবং বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীসমূহ

শ্রেণী	গোষ্ঠী	জনসংখ্যা	
		সরকারি হিসাব (২০১১)	অন্যান্য সূত্র (২০১০)
বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ প্রথা বিচারে সংখ্যালঘু	হরিজন (পরিচ্ছন্নতা কর্মী), ঋষি, জলদাস (যারা গভীর সমুদ্র এবং উপকূলের নদী-নালায় মাছ ধরে), কায়পুত্র (খোলামাঠে শূকর চরানো যাদের পেশা), তেলি, নাপিত, ধোপা, তাঁতি (পাকিস্তান থেকে আসা উর্দুভাষী বুননশিল্পী), দর্জি, হাজাম (সুন্নতে খৎনার জন্য স্বীকৃতিবিহীন ডাক্তার), মাঝি বা ক্ষোত্রা, বেহারা (পালকি বাহক), কসাই ইত্যাদি।	পরিসংখ্যান নেই	আনুমানিক ১৩,০০,০০০
আহমদিয়া জামাত		পাওয়া যায়নি	১,০০,০০০
পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তা	বম, চাকমা, চাক, খুমি, খিয়াং, লুসাই, মারমা, ম্রো, পাংখো বা পাংখোয়া, ত্রিপুরা এবং তঞ্চঙ্গ্যা	৮,৪৫,১৪১	৮,৫১,০১৬ (সি, এস ও অন্যান্য সূত্রের হিসাব) ৯,৭৩,৮৪৬ (এম)
সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা (সরকারি হিসাব)	*মার্চ ২০১৯-এর আগে সরকারি তালিকা:* বর্মণ, ডালু, গারো, হাজং, খাসি, কোচ, কোল, মণিপুনি, মুন্ডা, ওরাওঁ, পাহাড়ী বা মালপাহাড়ী (পাহাড়িয়া), সান্তাল এবং রাখাইন।	৭,৪০,৬০০ (১৯ মার্চ ২০১৯ প্রকাশিত গেজেটের আগে সরকারি পরিসংখ্যান)	৮,৮৯,৮১৯ (সি, এস এবং এম-এর হিসাব অনুসারে)
	সেড-এর তালিকা থেকে সরকারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন জাতিসত্তাসমূহের তালিকা (১৯ মার্চ ২০১৯ প্রকাশিত গেজেট অনুসারে): বাকতি বা বাগদী, বানাই, বাড়াইক বা বড়াইক, ভূঁইমালী, খাড়িয়া (শুধু চা বাগান), ভূমিজ, গঞ্জু সিং, গড়াইত, হদি বা হুদি, কন্দ (শুধু চা বাগান), কোরা বা কড়া, লোহার (শুধু চা বাগান), মাহালী বা মাহলে, মাহাতো বা কুর্মি মাহাতো বা বেদিয়া মাহাতো, মালো বা ঘাসিমালো, মুসহর বা মুশোহর, পাত্র, রাজোয়াড়, শবর (শুধু চা বাগান), তেলী এবং তুরি।	১,২৩,৭৫২ (চা বাগানের জাতিসত্তাগুলো ব্যতীত সেড-এর হিসাব। এসব জাতিসত্তার সরকারি পরিসংখ্যান এখনো পাওয়া যায়নি।	১৯ মার্চ ২০১৯-এর আগে সরকারি তালিকাভুক্ত সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের উপর সেডের হিসাব: ৭,৬৬,০৬৭ (সি, এস ও এম)
	নতুন সরকারি তালিকায় আছে কিন্তু সেড -এর তালিকায় নেই এমন জাতিসত্তাসমূহ: গুর্খা, বেদিয়া, হো, ভিল এবং খারওয়ার বা খেড়োয়ার।	এখনো নেই	

চা বাগানের বাইরে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা (সেড-এর তালিকায় আছে কিন্তু সরকারি তালিকায় এখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি)।	ভূঁইয়া, বিন্দুমণ্ডল, বুনো, চৌহান, ঘাটুয়াল বা ঘাটুয়ার, হাজরা, হাড়ি, কাদর, কৈরী, কালোয়ার, কর্মকার, কোডা, মোদক, নুনিয়া, পাল (এঁরা কুমার নামেও পরিচিত), রাজভর, রাজবংশী, রবিদাস, তাঁতি এবং লিঙ্গাম (খাসিদের একটি অংশ)	২,৫৮,৭৭৬ (চা বাগানে বসবাসকারী জাতিসত্তাগুলো বাদ দিয়ে সেড-এর এ হিসাব)	
	ক্ষত্রিয় (বগুড়া, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারি, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট, দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জ—এ নয়টি জেলায় সেড পরিচালিত জরিপে যে সাড়ে ছয় লাখের মতো ক্ষত্রিয় পাওয়া গেছে তার এক-তৃতীয়াংশের মতো যে কোচ এর স্বপক্ষে জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া গেছে)।	৬,২৫,০০০ (সেড জরিপ)	
চা বাগানের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা (চা বাগানের এসব জাতিসত্তার মধ্যে নতুন সরকারি তালিকায় আছে ২৩টি জাতিসত্তা। সরকারি তালিকাভুক্ত এ ২৩টির মধ্যে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ১৬টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তা দুইটি। সমতলের ১৬টি জাতিসত্তা হলো: বাকতি বা বাগদী, বাড়াইক বা বড়াইক, ভূমিজ, গারো, গঞ্জু, গড়াইত, কোল, কোরা, কুর্মি, কোরা বা কড়া, মাহালী বা মাহলে, মুন্ডা, মুসহর বা মুশোহর, ওঁরাও, রাজোয়াড়, সাঁওতাল এবং তেলী।	অলমিক, বাকতি, বাড়াইক, বর্মা, বাঁশফোর, বাউরি, বীন, ভর, ভোক্তা, ভূঁইয়া, ভূমিজ, বিহারি, বুনার্জি, চাষা, ছত্রি, দুসাদ, গারো, ঘাটুয়ার, গিরি, গোয়ালা, গঞ্জু, গড়াইত, গোস্বামী, গৌর, গয়াসুর (অসুর নামেও এরা পরিচিত), হাজরা, ঝরা, কাহার, কৈরী, কালিন্দি, কালোয়ার, কানু, কর্মকার, কেওট, খাড়িয়া, খোদাল, কোল, কন্দ, কোরা, কুমার, কুর্মি, লোহার, মান্দ্রাজি, মাহলে, মাঝি, মাল, মারমা, মণিপুরী, মৃধা, মুন্ডা, মুশোহর, নাইডু, নায়েক, নেপালি, নুনিয়া, ওঁরাও (ওঁরাং), পাইনকা, পাশি, পাত্র, ফুলমালী, পণ্ডিত, প্রধান, রাজবল্লভ, রাজভর, রাজবংশী, রাজগর, রাজোয়ার, রাউতিয়া, রেলি, রবিদাস, সাধু, সান্তাল, শবর, শীল, শুক্লাবৈদ্য, শব্দকর, তাঁতি, তেলী (পাল), তংলা, ত্রিপুরা এবং পাত্র (চা বাগানের বাইরেই এরা বেশি)।	৪,৭২,১২৫ বাংলাদেশ টি বোর্ড (বিটিবি)-এর হিসাব (২০১৯)। বিটিবির হিসাবের মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার বাঙালি শ্রমিক পরিবার অন্তর্ভুক্ত	
পেশা, সংস্কৃতি, ভৌগলিক অবস্থান ও ভূমি থেকে উচ্ছেদসহ নানা কারণে সুবিধা বঞ্চিত, বাদ পড়া এবং অদৃশ্য জনগোষ্ঠী	বিহারি		৩,০০,০০০-এর উপরে
	বেদে		৫,০০,০০০ (আনুমানিক)
	নারী যৌনকর্মী	৯২,৫৭২[১]	
	হিজড়া	৮,৫৩৩[১]	
	প্রতিবন্ধী		১৬,০০,০০০ (রেজিস্টার্ড)
	চরের বাসিন্দা		৪০,০০,০০০-এর অধিক
	বাওয়ালি		৩,০০,০০০
	রোহিঙ্গা	১১,০০,০০০	৯,০০,০০০

কামার, কুমার/মৃৎশিল্পী, নাপিত, বাঁশ ও বেতের পণ্য প্রস্তুতকারী, কাশাঁ/পিতলের পণ্য প্রস্তুতকারী এবং জুতা প্রস্তুতকারী (এরা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রান্তিক মানুষ হিসেবে বিবেচিত)।	কোনো পরিসংখ্যান নেই	কুমার: ১,৫১,৫৯৮; কামার: ১,৩৮,১৯৩; বাঁশ ও বেতের পণ্য প্রস্তুতকারী: ৩,৩২,৯৯২; নাপিত: ৩,৩০,৪৮৪; জুতা প্রস্তুতকারী: ১,৬০,৭৮৫; কাশাঁ/পিতলের পণ্য প্রস্তুতকারী: ১০,৫১৯ উৎস: বিবিএস-এর ২০১৬ সালের প্রশাসনিক উপাত্ত

টিকা

সি—সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব হিসাব

এম—মোহাম্মদ রাফির হিসাব (রাফি, মোহাম্মদ)। জুলাই ২০০৬। স্মল এথনিক কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ: এ ম্যাপিং এক্সারসাইজ। পাঞ্জেরী পাবলিকেশনস লিমিটেড।

এস—খুমি (২০১৪), চাক (২০১০), খাসি (২০০৭) এবং ডালু (২০১৪) জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর জরিপ এবং অন্যান্য জাতিসত্তার উপর ২০১৪-১৫ সালে করা এফজিডি এবং অনুসন্ধান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আনুমানিক জনসংখ্যা।

১ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস, মিনিস্ট্রি অব হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এবং সেভ দি চিল্ড্রেন। জুন ২৭, ২০১৬। *ম্যাপিং স্টাডি অ্যান্ড সাইজ এস্টিমেশন অব কি পপুলেশন ইন বাংলাদেশ ফর এইচআইভি প্রোগ্রামস ২০১৫-২০১৬*।

বিআরসি ও প্রকল্পের এলাকা: এক অর্থে সমগ্র বাংলাদেশ। কারণ চূড়ান্ত উপকারভোগী গোষ্ঠীসমূহ সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তবে জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত যেসব সুনির্দিষ্ট এলাকায় গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা হলো বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চল (টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলা যেখানে গারো ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে), উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ১৬টি জেলা (এখানে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ ছড়িয়ে আছে), উত্তর-পূর্বাঞ্চল (চা জনগোষ্ঠী ও সমতলের কয়েকটি জাতিসত্তা এখানে বসবাস করে), ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও পটুয়াখালী জেলাসমূহ (এসব জেলায় যৌনকর্মীদের বসবাস। এসব জেলায় অন্যান্য অনেক চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠী বাস করে), দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (ঋষি বা দলিত এবং কায়পুত্রদের বসবাস এখানে) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (১১ টি জাতিসত্তার বসবাস এখানে)। উল্লেখ্য, হরিজন জনগোষ্ঠীর মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের সকল জেলায় বসবাস করেন।

বিআরসি'র লক্ষ্য

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং তাদেরকে সমান ও মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

বিআরসি'র প্রারম্ভিক প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১। প্রকল্পের কার্যক্রমে চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা ও কৌশলপত্র তৈরি করা।

২। প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব জ্ঞানসম্পদ ও উপকরণ তৈরি হবে তা ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বাড়িয়ে তাদের সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা।

৩। প্রকল্পে যেসব তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞানসম্পদ তৈরি হবে তা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও অংশীদারগণ নিজেদের মতো করে ব্যবহার ও পুনঃনির্মাণের দক্ষতা অর্জন করবে।

যেসব ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বিআরসি'র প্রারম্ভিক প্রকল্পের সূচনা

১। প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা ও টুলকিট প্রণীত হবে তা মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহজে ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতাকে নীতিনির্ধারণী আলোচনার সাথে যুক্ত করতে পারবেন।

২। প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন ও জনগোষ্ঠী, সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ তাদের নিজেদের ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাড়িয়ে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

৩। চূড়ান্ত উপকারভোগীদের বিভিন্ন গুচ্ছের মধ্যে তৈরি পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়ার ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা ও অবস্থা নিয়ে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবেন।

৪। প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব জ্ঞানসম্পদ, তথ্য-উপাত্ত ও প্রামাণিক দলিল তৈরি হবে তা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তার স্বচ্ছতা বাড়াবে এবং অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা ও সমস্যার সমাধানে তাদের কণ্ঠকে শক্তিশালী করবে এবং তাদের দক্ষতা বাড়াবে।

৫। তথ্য ও বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশনা ও নীতি-সংলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও নীতিনির্ধারকরা প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীসমূহের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন।

৬। প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীসমূহ নিয়ে নিরন্তর কাজ করার মজবুত ভিত তৈরি হবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক) গবেষণা, অনুসন্ধান, জরিপ ও বিশ্লেষণ: প্রকল্পের একটি প্রধান কাজ প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী গোষ্ঠীসমূহের উপর গবেষণা, অনুসন্ধান, জরিপ ও বিশ্লেষণ। এসব জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা, প্রয়োজন ও সমস্যা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রকল্পের আওতায় যেসব সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে সেগুলো নিম্নরূপ:

- **গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন:** আটটি গোষ্ঠীভিত্তিক ও দুইটি বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন প্রকল্পের একটি বিশেষ কাজ। চূড়ান্ত উপকারভোগীদের উপর আলাদা করে গোষ্ঠীভিত্তিক জরিপ

চালিয়ে এসব গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন করা হবে। গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডায় এসব গোষ্ঠীর অবস্থা ও অবস্থান, সমস্যা, প্রয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের উপর তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত হবে। আর বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডার দু'টি বিষয়ের একটি হলো বন ও ভূমির অধিকার এবং অপরটি পরিচয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বৈষম্য বিলোপ।

- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিয়ে অনুসন্ধান:** প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে নির্যাতন, বঞ্চনা, বৈষম্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হন। এছাড়া কাঠামোগত অবিচার ও সহিংসতা এসব মানুষের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়। প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে এসব জনগোষ্ঠীর সাথে ঘটে যাওয়া সুনির্দিষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনাসমূহ নিয়ে মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধান করা হবে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে তা সবার সামনে তুলে ধরা হবে। এর পাশাপাশি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করা হবে।
- **সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (সোশ্যাল সেফটিনেট প্রোগ্রাম) প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গবেষণা:** সরকারের যেসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আছে সেগুলো সম্পর্কে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আবার সরকারের যেসব সংস্থা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রান্তিক মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কাজ করে তাদের হাতেও অনেক ক্ষেত্রে এসব কর্মসূচিতে প্রান্তিক মানুষের অন্তর্ভুক্তি ও বাদ পড়া নিয়ে যেসব ভুল হয় তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য থাকে না। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্তির উপর প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও সেসবের বিশ্লেষণের জন্য একটি গবেষণা হবে।
- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে নিরন্তর কাজ করা, মানসম্পন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কৌশলপত্র তৈরি নিয়ে গবেষণা:** দেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে নির্ভরযোগ্য কৌশলপত্র নেই। এদের নিয়ে কাজের কৌশলপত্র তৈরি হলে সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও), মানবাধিকার ও উন্নয়নকর্মী, সাংবাদিক ও অন্যান্যরা এদের সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে পারবে ও কাজ করতে পারবে। একই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ তাদেরকে আরো বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।
- বিআরসি'র ভিত শক্ত করতে একটি গবেষণা হবে যার থেকে একটি কৌশলপত্র তৈরি হবে। যেসব গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থ, মিশনারি সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে যোগাযোগ শক্তিশালী করতে একটি পার্টনার ডাইরেক্টরি তৈরি করা হবে।

খ) প্রান্তিক ও বাদ-পড়া গোষ্ঠীসমূহের উপর নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডার তৈরি: সেড ও পিপিআরসি পরিচালিত গবেষণা, জরিপ, প্রকাশনা এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে প্রান্তিক এবং বাদ-পড়া গোষ্ঠীসমূহের অধিকাংশ অংশগ্রহণ করেছে। গত এক দশকে সেড দেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া মানুষদের উপর অন্তত ২০টি বই ও মনোগ্রাফ, অনেক ধরণের ক্যাটালগ, পোস্টার, নিউজলেটার, ব্রশিউর, নিবন্ধ এবং ম্যানুয়াল

(চারটি) প্রকাশ করেছে এবং ছয়টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে এবং এসব সরকারি-বেসরকারি নানা সংস্থা এবং প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। যেসব বই ও অন্যান্য উপকরণ ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে এবং আরো যেসব জ্ঞানসম্পদ প্রকল্পের আওতায় তৈরি হবে সেসব কেন্দ্রিয় তথ্যভাণ্ডারে স্থান পাবে এবং সবাই সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে। তাছাড়া গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কার্যালয় এবং এলাকায় ক্লাব, স্কুল ও কলেজে তথ্যভাণ্ডার তৈরিতে সহায়তা দেয়া হবে।

গ) দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা: প্রকল্পের একটি অন্যতম কাজ চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও) ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (সিএসও) এবং মানবাধিকার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা। এসব প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করবার দক্ষতা অর্জন, চিন্তার স্বচ্ছতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সুরক্ষা জোরদার করা।

ঘ) কনভেনশন: প্রকল্পের শেষ বর্ষে সকলের অংশগ্রহণে একটি কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হবে। কনভেনশনে গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত এবং অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করা হবে যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। কনভেনশনে উপকারভোগী জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রণীত গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা এবং অন্যান্য প্রকাশনা নিয়ে আলোচনা হবে। কনভেনশন ও সংলাপে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, পেশাদার গবেষক, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সংবাদকর্মীর অংশগ্রহণ করবেন যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে তথ্য ও মতামত আদান-প্রদান, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সেসবের সমাধান নিয়ে আলোচনা করা যায়। কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তাদের অবস্থা, সমস্যা ও বাস্তবতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করবেন এবং প্রকল্প শেষে কী করণীয় তা নির্ধারণ করবেন। কনভেনশনের অংশ হিসাবে থাকবে আলোকচিত্র প্রদর্শণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ঙ) সুবিচার পেতে সহায়তা: ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের আইন সাহায্য দেবার কোনো কর্মসূচি না থাকলেও যেসব সংস্থা (সরকারি ও বেসরকারি) দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদেরকে আইন সহায়তা দেয়, তাদের সাথে বিআরসি যোগাযোগ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশে আইন সাহায্য দেবার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি পরিচালনা করে ব্র্যাক। আইনি সহায়তা প্রদানে সব থেকে গুরত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অর্গানাইজেশন (এনএলএসও)। সংস্থাটি ২০০৯ থেকে কাজ করছে। আইনি সহায়তা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থাসমূহের সীমাবদ্ধতা আছে। এদের মধ্যে সমন্বয়ের সমস্যা আবার একটি গুরুতর বিষয়। একদিকে বিআরসি প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহকে আইন প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে সহায়তা দেবে, অন্যদিকে আইন সাহায্য সেবা কোথায় কোথায় আরো দ্রুত ও উন্নত করা যায় তা খতিয়ে দেখবে। এছাড়া বিআরসি আইন সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে কীভাবে সমন্বয় বাড়ানো যায়, তার সম্ভাবনা কাজে লাগাবে।

চ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক দলকে ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান প্রদান: সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চূড়ান্ত উপকারভোগীদের নিজস্ব গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও) ও সাংস্কৃতিক দলকে

শক্তিশালী করতে ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা, কমিউনিটিভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা, সাংস্কৃতিক দল গঠন, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ, এসব ক্ষেত্রে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করা।

ছ) প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রোডাকশন এবং তথ্যচিত্র নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় গবেষণা, জরিপ, বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধান থেকে যেসব তথ্য-উপাত্ত তৈরি হবে তা গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা, গ্রন্থ, কৌশলপত্র, রিপোর্ট, মনোগ্রাফ, পোস্টার, ফ্লাইয়ার, লিফলেট এবং নিউজলেটারে প্রকাশ করা হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট এক বা একাধিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা ও প্রান্তিকতা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হবে। এসবের মাধ্যমে চূড়ান্ত উপকারভোগী, পেশাদার গবেষক, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, সরকারি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডার পাবে এবং তাদের চিন্তা-চেতনা বিকশিত হবে।

জ) সহযোগিতা, সংহতি, নেটওয়ার্ক এবং পার্টনারশিপ: সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিশেষ করে যেগুলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এবং তথ্য উৎপাদন করে (বিবিএস), আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতীয় যেসব প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে যেসব তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞানসম্পদ তৈরি হয়ে আছে এবং প্রকল্পের আওতায় আরো যেসব প্রকাশনা, গবেষণা রিপোর্ট, গ্রন্থ এবং অন্যান্য উপকরণ তৈরি হবে সেসব হাতে নিয়ে চূড়ান্ত উপকারভোগীদের মধ্যে নেটওয়ার্ক ও পার্টনারশিপ গঠন করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে কীভাবে

প্রকল্প ও বিআরসি'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমে সকলের অংশগ্রহণ। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সেড, সহযোগী প্রতিষ্ঠান পিপিআরসি, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মী ও ফোকাল পয়েন্ট (চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীসমূহ থেকে নির্বাচিত), চূড়ান্ত উপকারভোগী ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনসমূহ ও নেতৃবৃন্দ এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী একত্রে প্রকল্পের গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য গবেষণা, অনুসন্ধান, জরিপ, বিশ্লেষণ এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকারের সুরক্ষা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সেড ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান পিপিআরসি গবেষণা ও অনুসন্ধানে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও দক্ষ। গবেষণা কাজে যারা অংশ নেবেন তাদেরকেও দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। একই সাথে পেশাদার অন্যান্য গবেষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পেশাদারি সাহায্যও নেওয়া হবে।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ও রিসার্চ ও রিসোর্স উপদেষ্টার নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে কাজের অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবেন। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য পেশাদার সংখ্যাতাত্ত্বিকদের সহায়তা নেওয়া হবে। গবেষণা থেকে

যেসব তথ্য-উপাত্ত তৈরি হবে তা সম্পাদনা ও প্রকাশনার জন্য সেড-এর পরিচালক (তিনি একই সাথে প্রকল্প পরিচালক), প্রকল্পের রিসার্চ ও রিসোর্স উপদেষ্টা (পিপিআরসি-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান) এবং প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের পেশাদার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন।

প্রকল্প পরিচালক ও রিসার্চ ও রিসোর্স উপদেষ্টার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মী, চূড়ান্ত উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, পরামর্শ সভা, সংলাপ এবং কনভেনশন আয়োজন ও পরিচালনা করবেন। এসবের সাথে সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, নির্বাচিত প্রতিনিধি, পেশাদার গবেষক, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত হবেন।

প্রকাশনা, অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি, তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যাপারে সেড-এর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রোডাকশনের কাজ সম্পন্ন করবে। প্রকাশনার কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী পেশাদার লেখক, অনুবাদক এবং ডিজাইনারের সাহায্য নেওয়া হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড): ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সেড-এর কাজের দুটি প্রধান ক্ষেত্র পরিবেশ ও মানবাধিকার। দুইটি ক্ষেত্রই অনেক বড়। পরিবেশ ও মানবাধিকারের সার্বিক অবস্থা নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গুণগত গবেষণা, অনুসন্ধান, রিপোর্টিং, ডকুমেন্টেশন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সেড-এর অন্যতম কাজ। বন, বনবিনাশ, শিল্পদূষণ, আদিবাসী, চা জনগোষ্ঠী, হরিজন, বেদে ও যৌনকর্মীসহ বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে সেড গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও অনুসন্ধান করেছে, প্রকাশ করেছে ৭০-এর অধিক বই, মনোগ্রাফ, অনেক অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং নয়টি জরিপ রিপোর্ট। এছাড়াও সেড নির্মাণ করেছে ১২টি তথ্যচিত্র। এসবের পাশাপাশি তথ্যসেবা দেওয়ার জন্যও সেড সুপরিচিত। সেড-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য মানুষের চিন্তার স্বচ্ছতা ও চেতনাকে সমৃদ্ধ করা।

পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি): প্রতিষ্ঠার পর থেকে পিপিআরসি'র গবেষণা ও নীতি এডভোকেসিতে দারিদ্র্য, সামাজিক সুরক্ষা, ভূমি, সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রবৃদ্ধি, শাসন, উন্নয়ন, গুণমান, মৌলিক শিক্ষা এবং টেঁকসই নগরায়ন প্রাধান্য পেয়ে আসছে। বাংলাদেশের সমসাময়িক ও উদীয়মান বিষয়সমূহ পিপিআরসি'র অগ্রাধিকারের তালিকায়। গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন নিয়ে আঞ্চলিক ও

আন্তর্জাতিক আলোচনায় কেন্দ্রটি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় জরুরি বিষয়সমূহ নিয়ে নীতি গবেষণা, প্রকল্প মূল্যায়ন, মানসম্পন্ন তথ্য-পরিসংখ্যান তৈরি, সংলাপ, পলিসি এডভোকেসি, মাঠপর্যায়ে ও নীতি বিষয়ে নেটওয়ার্কিং-এর পাশাপাশি নানা জরুরি বিষয়ে দ্রুত সাড়া প্রদান করে পিপিআরসি।

সেড এবং পিপিআরসি'র কাজের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় সেড ও পিপিআরসি সমাজের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ও ম্যাপিং করেছে। এই মানুষদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৌশলগত সুপারিশ প্রণয়ন, তাদের প্রতিনিধিত্ব ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা ও সমাজে বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এসব গবেষণার উদ্দেশ্য। এই জনগোষ্ঠীগুলোর দুর্দশা, ভোগান্তি ও চাহিদার যে আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে তাতে গুরুত্ব আরোপ করতে ও সেসবের সঠিক চিত্রায়ন করতে গবেষণা, অনুসন্ধান, জ্ঞান ও শিক্ষা উপকরণের প্রচার, দক্ষতা বিনিময় ইত্যাদির সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে সেড ও পিপিআরসি। এ ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান দুটি বাংলাদেশের নারী ও কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সুরক্ষায় সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ হেলদি বাংলাদেশ নেটওয়ার্কের অংশীদার।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহ: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার ও উন্নয়নকর্মী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গণমাধ্যম।

ওয়ার্কিং কমিটি: গত এক দশক ধরে আদিবাসী, চা জনগোষ্ঠী, ঋষি, যৌনকর্মী, হিজড়া, বেদে, হরিজন, কায়পুত্র, বিহারি এবং জলদাসদের প্রতিনিধি এবং তাদের নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ওয়ার্কিং কমিটি। ওয়ার্কিং কমিটি নিয়মিতভাবে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তা-কর্মীদের পরামর্শ ও সহায়তা দেবে। প্রয়োজনে ওয়ার্কিং কমিটি সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারকে শক্তিশালী করতে ওয়ার্কিং কমিটি উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে পরামর্শ দেবে। প্রাথ মিকভাবে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটিতে যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি থাকছে সেগুলো হলো: টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় বসবাসকারী গারো ও কোচদের মধ্যে সক্রিয় জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ ও আচিক মিচিক সোসাইটি, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, চা বাগানকেন্দ্রিক ও চা জনগোষ্ঠীর মাঝে সক্রিয় সংগঠন বাগানিয়া ও মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট (এমসিজেএএফ), চা শ্রমিকদের একমাত্র শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ), যৌনকর্মীদের নিজেদের তৈরি ও পরিচালিত ২৯টি সংগঠনের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক (এসডব্লিউএন), রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দে অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে কর্মরত সংগঠন মুক্তি মহিলা সমিতি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে), আদিবাসীদের নানা বিষয় নিয়ে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি), বিহারিদের সংগঠন স্ট্রান্ডেড পাকিস্তানিজ জেনারেল রিপাট্রিয়েশন কমিটি (এসপিজিআরসি), দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী ঋষিদের সংগঠন পরিত্রাণ, সারা দেশের হরিজনদের সংগঠন বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ এবং কারিতাস বাংলাদেশ।

ব্রাত্যজন বিষয়ক নির্বাচিত প্রকাশনা

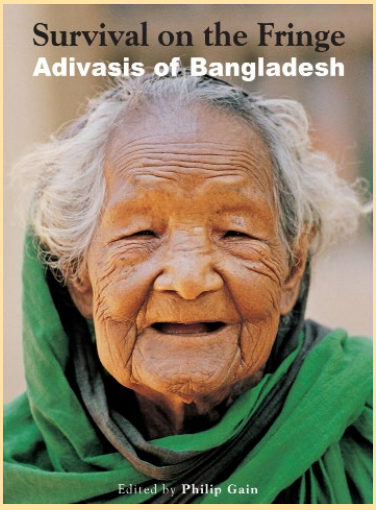

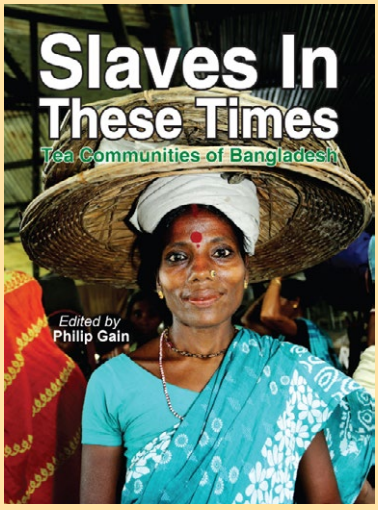

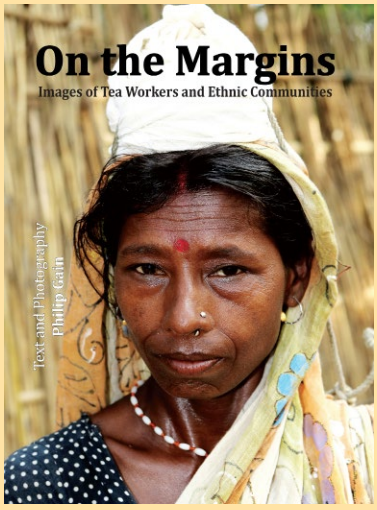

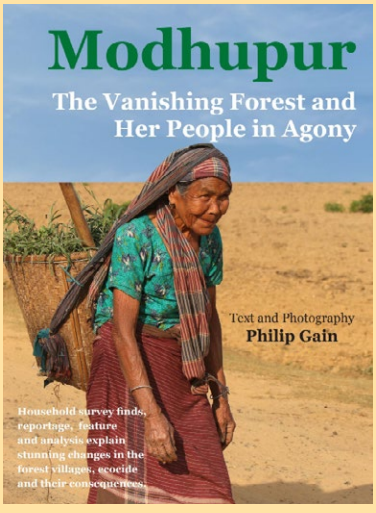

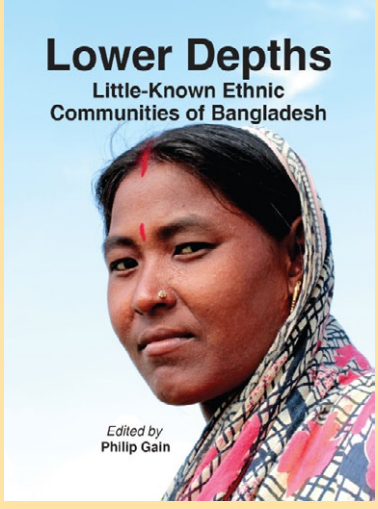

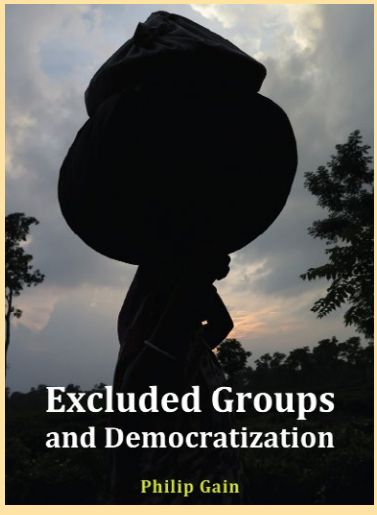

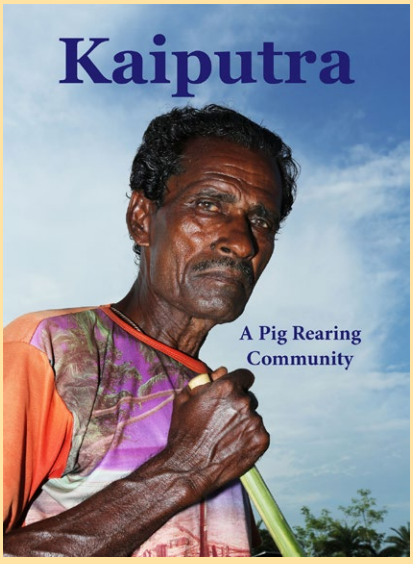
Kaiputra
A Pig Rearing Community

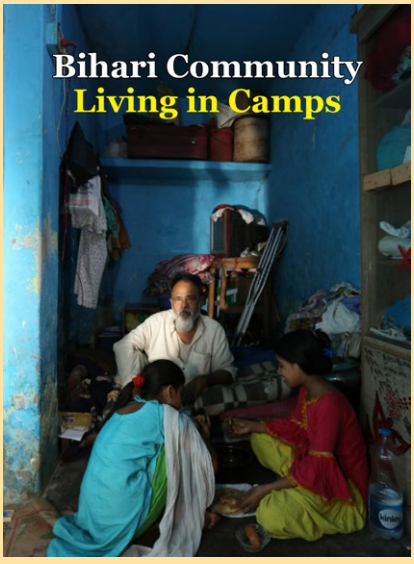
Bihari Community
Living in Camps

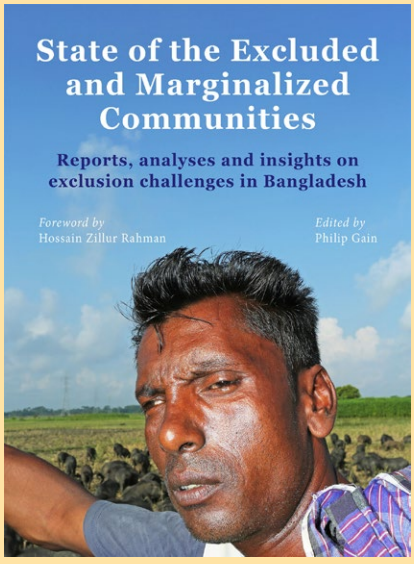
State of the Excluded and Marginalized Communities
Reports, analyses and insights on exclusion challenges in Bangladesh
Foreword by
Hossain Zillur Rahman
Edited by
Philip Gain

Rishis
of Khulna

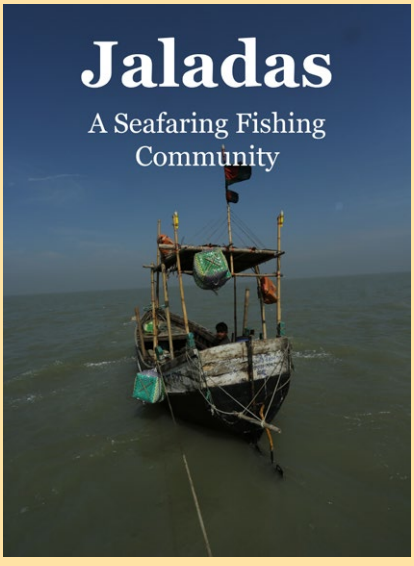
Jaladas
A Seafaring Fishing Community

Harijans
of Bangladesh

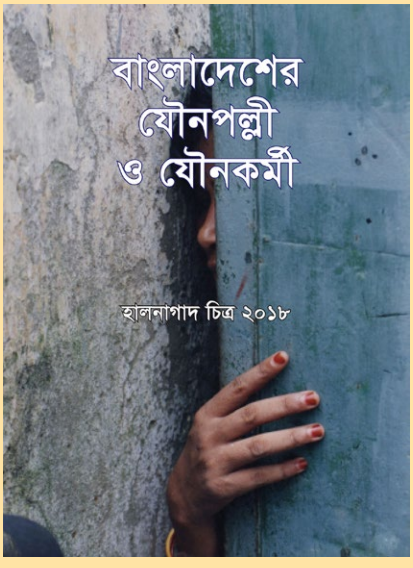
বাংলাদেশের
যৌনপল্লী
ও যৌনকর্মী
হালনাগাদ চিত্র ২০১৮

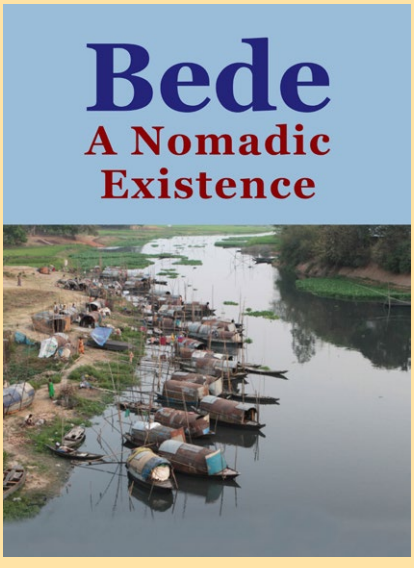
Bede
A Nomadic Existence

চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক জীবন
মনোগ্রাফ ও ডাইরেক্টরি
কাউকে পেছনে ফেলে নয়
চা বাগানসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানান জাতিসত্তার মহা মিলনক্ষেত্র এবং তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অবাক করার মতো। চা বাগানের মানুষের ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে যারা ভাবেন ও গবেষণা করতে আগ্রহী এবং চা বাগানে যারা সংস্কৃতি চর্চা করেন এ মনোগ্রাফ ও ডাইরেক্টরি মূলত তাদের জন্য।

Culture of Adivasis
in Bangladesh
SEHD

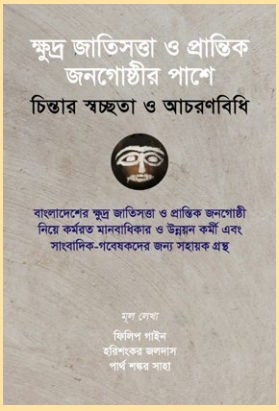

প্রশিক্ষণ উপকরণ
ও সহায়িকা
প্রান্তিক ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী নিয়ে যেসব মানবাধিকার কর্মী,
সাংবাদিক, উন্নয়ন কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও কমিউনিটি প্রতিনিধি
কাজ করেন এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের সাথে যুক্ত তাদের চিন্তার
সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ সহায়ক গ্রন্থ

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও প্রান্তিক
জনগোষ্ঠীর পাশে
চিন্তার স্বচ্ছতা ও আচরণবিধি
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
নিয়ে কর্মরত মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী এবং
সাংবাদিক-গবেষকদের জন্য সহায়ক গ্রন্থ
মূল লেখা
ফিলিপ গাইন
হরিশংকর জলদাস
পার্থ শঙ্কর সাহা

চাক
প্রান্তের জীবন

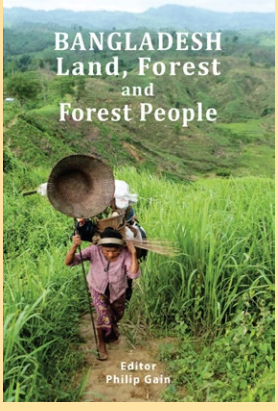

BANGLADESH
Land, Forest
and
Forest People
Editor
Philip Gain

বাংলাদেশের
বিপন্ন বন
ফিলিপ গাইন

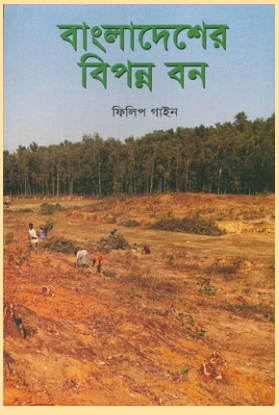

বন, বনবিনাশ
ও বনবাসীর
জীবন সংগ্রাম
সম্পাদনা
ফিলিপ গাইন

The Chittagong Hill Tracts
Man-Nature
Nexus Torn
Editor
Philip Gain

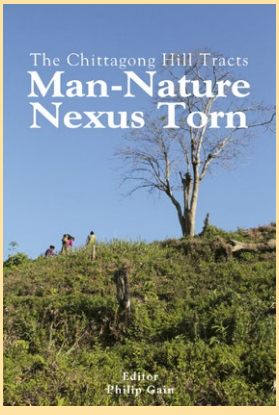

ডিভিডি/বাংলা
www.sehd.org
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
প্রযোজিত ও নিবেদিত
SEHD
CIPRB
বাগান মায়ের সুস্বাস্থ্য
বাগান মায়ের সুরক্ষা
১৩ মিনিটের তথ্যচিত্র
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ফিলিপ গাইন
স্বত্ব: সেড ২০১৯
All rights of the producer and owner of the recordings are reserved. Unauthorized public screening, broadcasting and copying of this disk are prohibited

ডিভিডি/বাংলা
www.sehd.org
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
প্রযোজিত ও নিবেদিত
SEHD
DIVERSITY FOR PEACE
চা শ্রমিকের জীবন ও সংস্কৃতি
১৩ মিনিটের তথ্যচিত্র
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ফিলিপ গাইন
স্বত্ব: সেড ২০২০
All rights of the producer and owner of the recordings are reserved. Unauthorized public screening, broadcasting and copying of this disk are prohibited

ডিভিডি/বাংলা
www.sehd.org
SEHD
পথে পথে

DVD/English
www.sehd.org
Society for Environment and Humam Development (SEHD)
Produces and Presents
Elegy on Land
30-minute documetary film
Direction: Philip Gain
Copyright: SEHD 2016
All rights of the producer and owner of recordings reserved. Unauthorized public performance, boradcasting and copying of this disk is prohibit

ডিভিডি/বাংলা
www.sehd.org
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
প্রযোজিত ও নিবেদিত
EUROPEAN UNION
SEHD
অরণ্যের আর্তনাদ
৪০ মিনিটের তথ্যচিত্র
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ফিলিপ গাইন
স্বত্ব: সেড ২০১৮
All rights of the producer and owner of the recordings are reserved. Unauthorized public screening, broadcasting and copying of this disk are prohibited

ডিভিডি/সিডি
বাংলা
চা শ্রমিকের কথা

ব্রাত্যজন
The Lower Depths
ফিলিপ গাইন

ব্রাত্যজন
The Lower Depths
Social outcasts, marginal and excluded people of Bangladesh
Photography Exhibition by Philip Gain

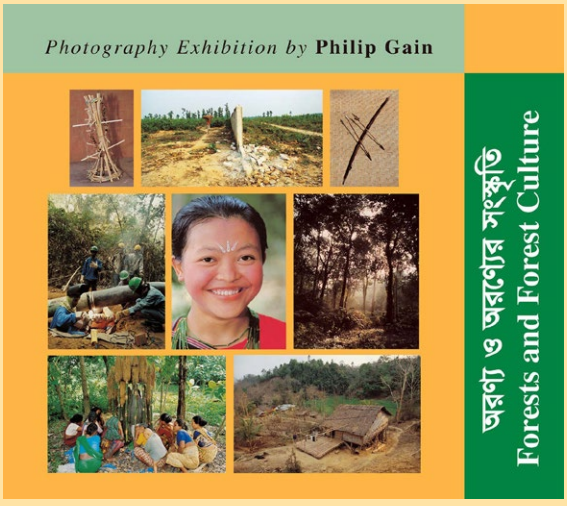
Photography Exhibition by Philip Gain
অরণ্য ও অরণ্যের সংস্কৃতি
Forests and Forest Culture

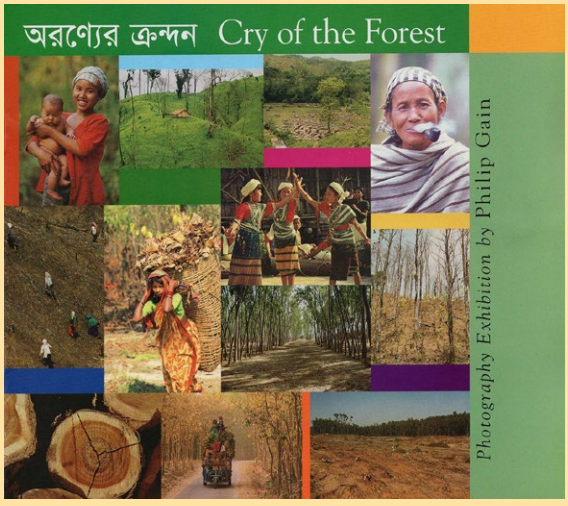
অরণ্যের ক্রন্দন Cry of the Forest
Photography Exhibition by Philip Gain

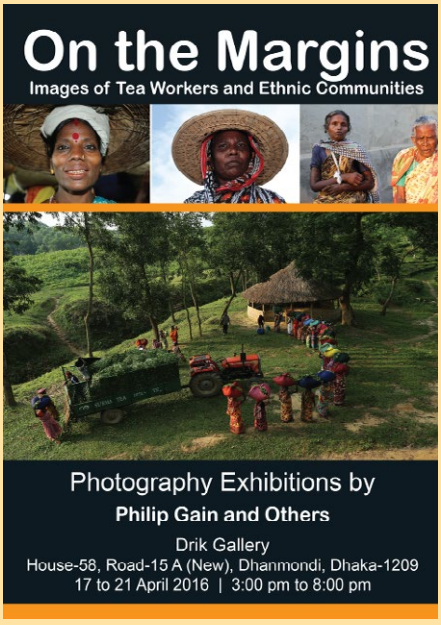
On the Margins
Images of Tea Workers and Ethnic Communities
Photography Exhibitions by
Philip Gain and Others
Drik Gallery
House-58, Road-15 A (New), Dhanmondi, Dhaka-1209
17 to 21 April 2016 | 3:00 pm to 8:00 pm

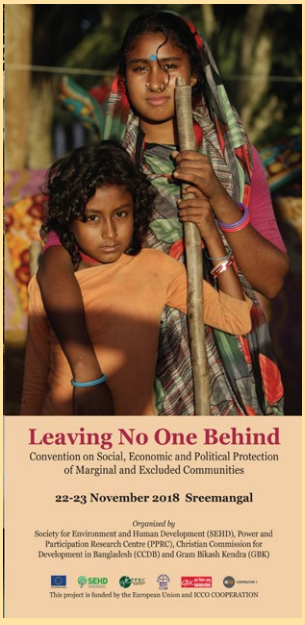
Leaving No One Behind
Convention on Social, Economic and Political Protection of Marginal and Excluded Communities
22-23 November 2018 Sreemangal
Organized by
Society for Environment and Human Development (SEHD), Power and Participation Research Centre (PPRC), Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB) and Gram Bikash Kendra (GBK)
This project is funded by the European Union and ICCO COOPERATION

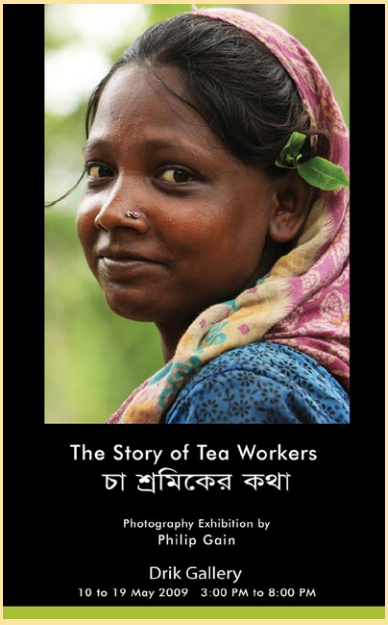
The Story of Tea Workers
চা শ্রমিকের কথা
Photography Exhibition by
Philip Gain
Drik Gallery
10 to 19 May 2009 3:00 PM to 8:00 PM

ব্রাত্যজন

The Lower Depths

Marginalized and excluded people of Bangladesh

Tea Communities

Adivasis of the CHT & Cox's Bazar

Adivasis of the Plains

Other marginal People

Faces of most of 80 tea communities, Adivasis of the plains and key excluded communities and social outcasts are seen in the poster.

"To be excluded from common facilities or benefits that others have can certainly be a significant handicap that impoverishes the lives that individuals can enjoy." —Amartya Sen

Photo and Design: Philip Gain and Prosad Sarker

Contact

Society for Environment and Human Development (SEHD)

Green Valley, Flat No. 2A, House No. 147/1 (2nd Floor) Green Road, Dhaka-1215

T: 88-02-58153846, E: sehd@sehd.org, philip.gain@gmail.com; I: www.sehd.org

This project is funded by the European Union and ICCO COOPERATION

"সামাজিক সম্পর্কগুলো থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বঞ্চনার শিকার হতে হয় (যেমন অপুষ্টি বা গৃহহীনতা)। সামাজিকভাবে বাদ পড়া তাই যেমন সক্ষমতা বঞ্চনার অংশ হতে পারে, আবার বিভিন্ন সক্ষমতা ব্যর্থতারও কারণ হতে পাড়ে।" — অমর্ত্য সেন

যোগাযোগ

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

গ্রীন ভ্যালী, ১৪৭/১, ফ্ল্যাট ২এ, (৩য় তলা), গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬, ০১৭১৫০০৯১২৩ E: philip.gain@gmail.com

লেখা, ১৬ পৃষ্ঠার মাঝের ছবি এবং শেষ পৃষ্ঠার ছবি বাদে
সব ছবি: ফিলিপ গাইন। লে-আউট: প্রসাদ সরকার